দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 30 APR 2008..

শিক্ষাঙ্গনে রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তি ও সহিংসতা

রাজনৈতিক লেজুড় বৃত্তির কারণেই শিক্ষাঙ্গনে চলে আসছে সহিংসতা। এক এগারোর রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর জরুরী অবস্থায় প্রকাশ্য রাজনীতি চর্চা বন্ধ হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরে আসে। প্রকৃত শিক্ষার্থীরা প্রাণ ফিরে পায়। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন অভিভাবকরা। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রাজনৈতিক সংস্কারের প্রস্তাবে শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র-শিক্ষকদের সরাসরি দলীয় রাজনীতির পথ রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে এমন সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। জাতীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণকারী দলগুলো যাতে কোন ছাত্র অঙ্গ-সংগঠন না রাখতে পারে সেজন্য নির্বাচন কমিশন শর্ত আরোপ করছে বলেও শোনা যায়। কিন্তু কোন কিছু কার্যকর হওয়ার আগেই গত আগস্টে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠের তুচ্ছ একটি ঘটনা ব্যাপক সহিংস্রতায় রূপ নেয়। রাজনৈতিক ইন্ধনে পরদিন এই সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে ক্যাম্পাসের বাইরে। কারফিউ জারি করে পরিস্থিতি সামাল দিতে হয় সরকারকে। গ্রেফতার করা হয় ছাত্র ও শিক্ষক নেতৃবৃন্দকে। সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেয়া হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো। এরপর গত কয়েকমাস মোটামুটি ভালোই চলছিলো। ক্যাম্পাসে দলীয় প্রাধান্য বিস্তার করতে প্রতিপক্ষ ছাত্র সংগঠন ও আভ্যন্তরীণ নেতৃত্বের কোন্দলকে কেন্দ্র করে পারস্পরিক সংঘর্ষ ক্রমেই হিংসাত্মক রূপ নিচ্ছে। গত একমাসে জাহাঙ্গীরনগর ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘর্ষে প্রাণ হারিয়েছে দু'জন ছাত্র। আহত হয়েছে অনেকে। এরই মধ্যে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে কতিপয় ছাত্রলীগ কর্মী ছাত্র-শিবিরের একজন কর্মীকে ক্লাস থেকে বের করে আনার চেষ্টা করলে পাঠদানরত শিক্ষিকা বাধা দেন। পরে রাস্তায় এবং বাসায় গিয়ে ঐ শিক্ষিকাকে লাঞ্ছিত করেছে ছাত্রলীগ কর্মীরা। সর্বশেষ ২০ এপ্রিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্র লীগের এক গ্রুপ অপর গ্রুপের এক নেত্রীকে বেধড়ক পিটিয়েছে। ইত্তেফাকসহ বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে ছাত্রী পেটানোর এই দৃশ্য দেখে মনে হচ্ছে এবার সত্যিই শিক্ষাঙ্গনে রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি বন্ধের সময় এসে গেছে। মোক্ষম এ সময়কে কাজে লাগাতে না পারলে ভবিষ্যতে দেশ ও জাতিকে এজন্য হয়তো চরম মূল্য দিতে হতে পারে।

গত বছরের আগস্টে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সহিংস ঘটনার পর গঠিত বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন ২৩ মার্চ গেজেট আকারে যে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে তাতে জোড়ালো সুপারিশ করা হয়েছে শিক্ষাঙ্গনে সরাসরি ছাত্র-শিক্ষকদের দলীয় রাজনীতি বন্ধের। ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ শিক্ষকদের এবং ১৯৭৬ সালের রাজনৈতিক দলের বিধি ছাত্রদের দলীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে যে অপার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে প্রয়োজন বোধে তা বিলোপের পরামর্শও দেয়া হয়েছে ১৮৩ পৃষ্ঠার তদন্ত প্রতিবেদনে। ছাত্ররা পড়াশুনার পাশাপাশি খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অংশ নিবে। দেশের সচেতন নাগরিক

তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরীন বিভিন্ন সমস্যা, নিজেদের কল্যাণ এবং উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ছাত্র সংসদের মাধ্যমে কাজ করবে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্ররা এভাবেই নেতৃত্ব দেয়। জাতীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরকারের নিকট দাবী-দাওয়াও পেশ করে। প্রয়োজনে আন্দোলনে যায়। কিন্তু আমাদের দেশে ছাত্র সংসদে প্রতিনিধিত্ব না করে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের কল্যাণের দিক না দেখে, দুর্বৃত্তায়িত দলীয় রাজনীতির লেজুর বৃত্তি করছে ছাত্র সমাজের বড় একটি অংশ। '৯০ এর পর ডাকসুর কোন নির্বাচন হয়নি। এ সময়ে তারা

দলীয় স্বার্থে প্রতিনিয়ত ধর্মঘট, জ্বালাও-পোড়াও, দাঙ্গা-হাঙ্গামার মাধ্যমে শিক্ষাঙ্গনে সৃষ্টি করছে নৈরাজ্য। পড়াশুনা করতে এসে এখনও লাশ হয়ে ফিরছে অনেকে। রাজনীতির কারণে পিছিয়ে যাচ্ছে নিয়মিত ও নির্ধারিত পরীক্ষা। বছরের পর বছর ধরে লেগে আছে সেশনজট। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন দরিদ্র অভিভাবক।

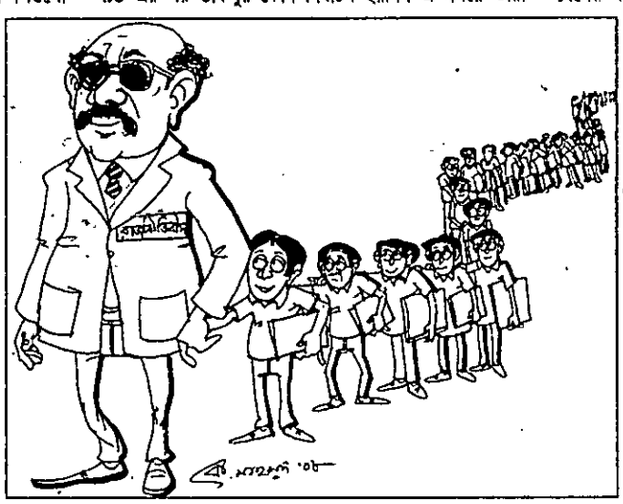

সিংহভাগ ছাত্র-ছাত্রীই চায় শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ। রাজনীতির সাথেও নেই তাদের কোন সংশ্লিষ্টতা। তারপরও মুষ্টিমেয় দলবাজ ছাত্র-ছাত্রীর হাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো জিম্মি। অছাত্র এবং সন্তানের জনক-জননী এমন অনেকেই দলীয় ছাত্র সংগঠনগুলোর নেতৃত্ব দিচ্ছে। ক্যাম্পাসে এবং বাইরে টেন্ডারবাজি, ঠিকাদারী, চাঁদাবাজি, ছিনতাই, অপহরণ সহ নানাবিধ অপকর্ম করে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে তারা করছে কলংকিত। ছাত্র রাজনীতির নামে অস্ত্রধারী দলীয় ক্যাডাররা হলে বিনা পয়সায় থাকা-খাওয়া থেকে শুরু করে সব ধরনের সুযোগ সুবিধা ভোগ করছে। অনেক ছাত্র নেতার রয়েছে গাড়ী-বাড়ী ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। মূল দলের নেতা-নেত্রীদের নেকনজরে থেকেই তারা আখের গুছিয়ে নিচ্ছে।

আলোর পথ থেকে সরিয়ে ছাত্রদেরকে যারা অন্ধকা
ঠেলে দিচ্ছেন তাদের সন্তানরা কিন্তু ঠিকই পড়াশু
আমেরিকা, ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর, ভারতস
বিভিন্ন দেশে। আর বিদেশে পাঠাতে যারা অপারগ
সন্তানরা পড়াশুনা করছে দেশের প্রাইভেট শিক্ষা প্রতি

জাতীয় রাজনীতি করতে হলে ছাত্র রাজনীতি ক
নিতে হবে এমন ধারণা অমূলক। তাহলে রাষ্ট্রবিজ্ঞা
ছাত্ররাই শুধু রাজনীতি করতো এবং দেশ চালাতো
দেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থা থেকে উত্তর
রাজনীতির চেয়ে অধিক প্রয়োজন ছাত্রদে
প্রতি মনোনিবেশ করা।

দলীয় লেজুড়বৃত্তিকারীদের শিক্ষাঙ্গ
প্রতিপত্তি ও বিলাসবহুল জীবন যাপন ক
হতাশাগ্রস্ত অনেক সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী ঝু
রাজনীতির দিকে। অতীতে ছাত্র-রাজনী
সম্পৃক্ত নেতাকর্মীরা দলীয় সরকারের
চাকরি লাভের সুযোগ পাওয়ায় বঞ্চি
মেধাবীরা। জোট সরকার আমলে পুলিশ
নির্বাচন কমিশনে চাকরি প্রাপ্ত অনেকে
বাতিল করেছে বর্তমান সরকার দল
অভিযোগে। দলীয় দৃষ্টিকোন থেকে
চাকরিতে নিয়োগ প্রাপ্তদের মাঝে ক
দলপ্রীতি থেকে যায়। এতে প্রশাস
নিরপেক্ষতা। সরকার পরিবর্তনের স
স্বভাবতঃই প্রশাসনে এর বিরূপ প্রভা
শিক্ষাঙ্গণে ছাত্র এবং শিক্ষক উভয় শ্রেণী
লেজুড়বৃত্তি থেকে মুক্ত করতে '৭৬ এর
দলের বিধান এবং '৭৩ এর বি
অধ্যাদেশটি পুরোপুরি পরিবর্তন বা বা
বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উচিত হবে অধ্যা
করা। পরবর্তীতে নির্বাচিত সংসদে জাতীয় স্বার্থেই প
নিতে হবে অধ্যাদেশটি। ডাকসুসহ সকল শিক্ষা প্রতি
ও হল সংসদ সমূহে নিয়মিত দলনিরপেক্ষ নির্বাচ
করে মেধাবী, সৎ ও যোগ্য ছাত্র প্রতিনিধিত্ব প্রতি
পারলে দলীয় রাজনীতির প্রতি ছাত্র-ছাত্রীরা নিরুৎসা
ছাত্র অঙ্গ সংগঠন থাকলে রাজনৈতিক দলগুলো
অংশগ্রহণে অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে নির্বাচন
ধরনের আইন প্রণয়ন করলে ছাত্র রাজনীতি এমনিতে
যাবে।

দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য এখন প্রয়োজন
স্থিতিশীলতা ও টেকসই গণতন্ত্র। আগামী নির্বাচনের
রাজনৈতিক দলগুলোকে তা নিশ্চিত করতে হবে।
দেশের ভবিষ্যৎ এবং শিক্ষা যদি হয় জাতির মেরুদ
একটি সুখী-সমৃদ্ধশালী ভবিষ্যতের জন্য জাতিকে
সোজা করে দাঁড় করাতে দলীয় লেজুড়বৃত্তির স
রাজনীতি বন্ধের কোন বিকল্প নেই।